The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 3 Nov'25 - Jan'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

চৈতন্যজ্ঞানের আত্মগুণত্ব বিষয়ে ন্যায় ও অদ্বৈত মতের পর্যালোচনা

Malobika Dolui
M.A. in Sanskrit, Burdwan University, West Bengal, India

Abstract

*চৈতন্যজ্ঞান কি আত্মস্বরূপ না আত্মধর্ম?–এ বিষয়ে এই লাইনটির মধ্য দিয়ে একটি অন্যতম সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে আমাদের ভারতীয় দর্শনের নানাবিধ দার্শনিক সমস্যাগুলির মধ্যে। এই বিষয় নিয়ে ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যাই থাকুক না কেন তাদের মধ্যে ন্যায় ও অদ্বৈত বেদান্তের অভিমত বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ন্যায়মতে চৈতন্যজ্ঞান হল আত্মার গুণ বা ধর্ম। ভাষ্যকার বাৎসায়ন সূত্রগুলির ভাষ্যে আত্মার গুণত্ব বা জ্ঞান বিষয়ে আলোচনা করেছেন। মহর্ষি গৌতম তাঁর '**নেন্দ্রিয়ার্থয়োস্তদ্বিনাশেঽপি জ্ঞানাবস্থানাৎ**'–এই ন্যায় সূত্র থেকে '**পরিশেষাদ্ যথোক্ত হেতূপপত্তেশ্চ**'–এই সূত্রের আলোচনা করেছেন। অন্যদিকে আত্মাই চৈতন্যস্বরূপ- এটি অদ্বৈত বেদান্তের মত। ভগবান শঙ্করাচার্য নৈয়ায়িকাদির অভিমত খণ্ডনপূর্বক স্বকীয় মতপ্রকাশ করেছেন তাঁর ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে '**জ্ঞোঽতএব**'–এই সূত্রের (২/৩/১৮) ভাষ্য রচনা প্রসঙ্গে। দুই মতের সবিচার আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধে একটি সিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ন্যায় ও অদ্বৈত বেদান্তদর্শনে কিভাবে জীবাত্মার সঙ্গে চৈতন্যজ্ঞানের সম্বন্ধ আলোচিত হয়েছে তার একটি সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে এই প্রবন্ধে। এ বিষয়ে মহর্ষি গৌতম বলেছেন- "**ইচ্ছা-দ্বেষ-প্রযত্ন-সুখ-দুঃখ-জ্ঞানান্যাত্মনো লিঙ্গম্**"–ন্যায়সূত্র (১/১/১০)।*

Keywords: *জ্ঞানগুণাধার, বুদ্ধির অনিত্যত্ব, অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্য, নিত্যজ্ঞান স্বরূপত্ব, আত্মার লিঙ্গ*

ভূমিকা

বিশুদ্ধ চেতনা, সচেতনতা, আত্ম-উপলব্ধি এবং পরমসত্যের সাথে একাত্ম হওয়ার অবস্থাকে চৈতন্যজ্ঞান বলা হয়, যা চিন্তাভাবনার উর্ধ্বে বা জাগতিক জ্ঞান। এটি এমন এক অবস্থা যেখানে ব্যক্তি তার নিজের আত্মা ও ব্রহ্মের সাথে সংযোগস্থাপন করতে পারে এবং শাশ্বত জ্ঞান এবং পরম আনন্দ লাভ করে। এটি শুধু সচেতন থাকা নয়, বরং দিব্য চেতনা বা শুদ্ধ জ্ঞানের একটি অবস্থা। চৈতন্যজ্ঞান জাগতিক মোহ থেকে মুক্তি দিয়ে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির দিকে চালনা করে। এটি হল নিজের অস্তিত্বের গভীরতর সত্যকে উপলব্ধি করা এবং **'আমি কে'**-এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার এক অবস্থা। ন্যায়দর্শন হল ভারতীয় দর্শনের একটি অন্যতম শাখা, যা জ্ঞানতত্ত্ব, যুক্তিবিদ্যা এবং পদ্ধতিবিদ্যা নিয়ে আলোচনা করে। অদ্বৈত বেদান্ত হলো হিন্দু দর্শনের একটি ধারা, মূলকথা হল- **"ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্মই ভিন্ন নয়।"** আদি শঙ্কর হলেন এই দর্শনের প্রধান ব্যাখ্যাকার। ন্যায়মতে চৈতন্যজ্ঞান হল আত্মার গুণ বা ধর্ম এবং অদ্বৈতবেদান্ত মতে চৈতন্যজ্ঞান হল আত্মস্বরূপ। এই বিষয়টিই হল আমাদের আলোচ্য বিষয়, যা আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে এটি কেবল তথ্য জানা নয়, বরং নিজের অস্তিত্বের গভীর উপলব্ধি ও আত্ম-সত্তার সাথে এক সংযোগস্থাপন। যেখানে জীবনকে প্রকৃত মুক্তির পথ দেখায় এবং জীবনকে অর্থপূর্ণ করে তোলে। এই বিষয়টি মানুষের আধ্যাত্মিক, মানসিক ও নৈতিক বিকাশে সাহায্য করে তোলে। চৈতন্যজ্ঞান মানুষকে প্রকৃত জ্ঞানী ও মুক্ত করতে পারে এবং ব্যক্তি ব্রহ্মাণ্ড এবং নিজের প্রকৃত সত্তার সঙ্গে নিজের সম্পর্ক বুঝতে পারে। সুতরাং, চৈতন্যজ্ঞানের ধারণাটি হলো নিজের চেতনার গভীরে প্রবেশ করার, নিজেকে জানার, এবং পরমসত্যের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের একটি অপরিহার্য প্রক্রিয়া।

"চৈতন্যজ্ঞান কি আত্মস্বরুপ নাকি আত্মগুণ?"–এ বিষয়ে ভারতীয় দর্শনে বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলির মধ্যে বিভিন্ন মতপার্থক্য থাকুক না, এর মধ্যে ন্যায়দর্শনে চৈতন্যজ্ঞান হল আত্মার গুণ, কিন্তু চৈতন্যজ্ঞান হল আত্মার স্বরূপ–এইরূপ মতপ্রকাশ পরিলক্ষিত হয় অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনের মধ্যে।

এই উক্তস্থলে চৈতন্যজ্ঞান, বুদ্ধি ইত্যাদিকে একই অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে। এই সম্পর্কে মহর্ষি গৌতম বলেছেন—

"বুদ্ধিরুপলব্ধিঃ জ্ঞানমিত্যনর্থান্তরম্"[1]

অর্থাৎ চৈতন্যজ্ঞান, বুদ্ধি ইত্যাদি হল অভিন্নার্থক শব্দ। এই সূত্রে মহর্ষি গৌতম বুদ্ধি, চৈতন্য, বোধ, প্রতীতি, সম্বিৎ, চেতনা প্রভৃতি জ্ঞানের সমার্থক শব্দ প্রয়োগ করে চৈতন্যজ্ঞানের লক্ষণ দিয়েছেন।

All rights reserved. © 2025-2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 3 Nov'25 - Jan'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

ন্যায়মতে এই জ্ঞান হল আত্মার গুণ বা ধর্ম, **'আত্মা'** শব্দটির দ্বারা জীবাত্মা এবং পরমাত্মা-এই উভয়ই পরিলক্ষিত হয় আমাদের ভারতীয় আস্তিকদর্শন সম্প্রদায়গুলির মধ্যে। ন্যায় ও অদ্বৈত বেদান্তদর্শনে কিভাবে জীবাত্মার সঙ্গে চৈতন্যজ্ঞানের সম্বন্ধ আলোচিত হয়েছে তার একটি সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গী উল্লেখ করা হল। এই প্রসঙ্গে মহর্ষি গৌতম বলেছেন—

"ইচ্ছা-দ্বেষ-প্রযত্ন-সুখ-দুঃখ-জ্ঞানান্যাত্মনো লিঙ্গম্"[2]

অর্থাৎ ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ, জ্ঞান হল আত্মার লিঙ্গ। উক্ত স্থলে উল্লেখিত **'লিঙ্গ'** শব্দটির অর্থ নিয়ে নৈয়ায়িকগণের মতপার্থক্য দেখা যায়। যেমন—বৃত্তিকার বিশ্বনাথ **'লিঙ্গ'** শব্দের অর্থ করেছেন, লক্ষণ বা অসাধারণ ধর্ম, কিন্তু ভাষ্যকার বাৎসায়ন **'লিঙ্গ'** শব্দটির অর্থ বলেছেন **'অনুমাপক'**।

ভাষ্যকারের মত অনুসরণ করে বলা যায় যে, ন্যায়দর্শনের পরম প্রয়োজনীয় অপবর্গ জীবাত্মারই হল পরমপুরুষার্থ। তাই জীবাত্মারই প্রথম উল্লেখ করে মহর্ষি গৌতম বলেছেন—জীবাত্মার অস্তিত্বই হল প্রতিপাদক লিঙ্গ। তাঁহার বক্তব্য **'তদ্'**-এই শব্দটিতে জীবাত্মার লক্ষণই ইঙ্গিত হয়েছে। তাঁহার মতে সূত্রোক্ত ইচ্ছা প্রভৃতি জীবাত্মা থেকেই উৎপন্ন হয়। এটি জীবাত্মারই বিশেষ গুণ। না হলে জীবাত্মার লিঙ্গ ইচ্ছাকে বলা যায় না। অন্যদিকে গৌতমের সূত্রোক্ত **'লিঙ্গ'** শব্দের দ্বারা বৃত্তিকার বিশ্বনাথ বলেছেন ইচ্ছা প্রভৃতি এই সমস্ত গুণই হল আত্মার লক্ষণ। তারমধ্যে দ্বেষ, সুখ ও দুঃখ কেবল জীবাত্মার লক্ষণ এবং ইচ্ছা, প্রযত্ন ও জ্ঞান হল জীবাত্মা ও পরমাত্মার লক্ষণ। কারণ এই সমস্ত গুণগুলি জীবাত্মা এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয় থেকেই উৎপন্ন হয়। তাই এই গুণগুলি জীবাত্মা এবং পরমাত্মার অসাধারণ ধর্ম বলে বিবেচিত হয়। কেশব মিশ্র এই অভিপ্রায়ে **'তর্কভাষা'** গ্রন্থে বলেছেন—

"লক্ষণং তু অসাধারণ ধর্মবাচনম্"[3]

'লিঙ্গ' শব্দে যেই অর্থই গৃহীত হোক না কেন সকল নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের একমত হল- জ্ঞানাদি হল আত্মা তথা জীবাত্মার বিশেষগুণ। এইভাবে মহর্ষি গৌতমের দ্বারা চৈতন্যজ্ঞান হল আত্মার ধর্ম তার একটি প্রাথমিক উপস্থাপনা সূচনা হল। ভাষ্যকার বাৎসায়ন ও মহর্ষি গৌতম প্রথমে চৈতন্য যে অর্থ, ইন্দ্রিয় এবং মনের গুণ নয় তা উল্লেখ করেছেন চৈতন্যের আত্মগুণত্ব উল্লেখ করতে গিয়ে। এই প্রসঙ্গে মহর্ষি গৌতম **'ন্যায়সূত্রে'** বলেছেন —

"নেন্দ্রিয়ার্থযোস্তদ্বিনাশেঽপি জ্ঞানাবস্থানাৎ"[4]

অর্থাৎ যখন ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষের ফলে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তখন জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ার সাথে সাথে ইন্দ্রিয় এবং অর্থ উভয়ই বিনাশ প্রাপ্ত হয় কিন্তু জ্ঞান (স্মৃতি) উৎপন্ন হয়। যেমন—বলা যাক, **'আমার একটি কলসির প্রত্যক্ষ অনুভব হয়েছে'**-এই রূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞান উপলব্ধি হওয়ার সাথে সাথে পরক্ষণে আমার তৎকাল স্থিত ঘট এবং চক্ষুরিন্দ্রীয় উভয়ই বিনাশ প্রাপ্ত হয়েছে, কিন্তু ঘটটির যে স্মৃতি জ্ঞান উৎপন্ন হল তা উৎপন্ন হওয়াতে কোন বাধা নেই। যখন স্মৃতি জ্ঞান উৎপন্ন হল তখন সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয় এবং অর্থ উভয়ই বিনাশ প্রাপ্ত হয়েছে। সেই হেতু এগুলি কোনটিই জ্ঞানের আধার হতে পারে না। অতএব ভাষ্যকার এই অভিপ্রায়ে বলেন—

"যুগপজেজ্ঞয়ানুপলব্ধেশ্চ ন মনসঃ।"[5]

অর্থাৎ মনের অণুমাপক হল নানা জ্ঞানের বিষয়ের অনুপলব্ধিরূপ হেতু। এই হেতুর দ্বারাই মনের অস্তিত্ব অনুমিত হয়। সুতরাং মন উৎপন্ন হয় যুগপৎ নানা জ্ঞেয় বিষয়ের অনুপদ্ধির দ্বারা, তাই মন তা জ্ঞানের গুণাধার হতে পারে না। কারণ যুগপৎ নানা জ্ঞেয় বিষয়ের অনুপলব্ধির দ্বারা যে মন উৎপন্ন হয় তা হল অনুপরিমাণ মন। সুতরাং এর তাৎপর্য হল যে, জ্ঞান উৎপত্তির ক্ষেত্রে মন হয় করণ, এবং মন অনুপরিমাণ হওয়ার কারণে নানা জ্ঞেয় বিষয়ের আর উপলব্ধি হয় না। মন যেহেতু জ্ঞান উৎপত্তির ক্ষেত্রে করণ হয় সেহেতু তা আর জ্ঞানের কর্তা হতে পারে না। অর্থাৎ জ্ঞান আর মনের গুণ হতে পারে না।

সুতরাং উক্তস্থলে এইরূপ প্রশ্ন হতেই পারে যে যদি মন এবং অর্থ কোনটিই জ্ঞানের আধার না হয় তাহলে জ্ঞানের আশ্রয় কী হতে পারে? এই প্রশ্নে ভাষ্যকার তাঁর ভাষ্যে সমাধান করে বলেন,— **"কস্য তর্হি? জ্ঞস্য, বশিত্বাৎ। বশীজ্ঞাতা, বশ্যং করণং, জ্ঞানগুণত্বে চ করণং ভাবিনিবৃত্তিঃ।"**[6] অর্থাৎ তাহলে কার? এই জ্ঞানগুণাধারটি কী? ভাষ্যকার উত্তরে জানান, জ্ঞাতার, তিনি যেহেতু স্বতন্ত্র। জ্ঞাতাই হল জ্ঞান উৎপত্তির ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র। মন যদি জ্ঞানগুণাধার হয় তবে মনের করণ স্বরূপত্বের হানি ঘটে। সুতরাং মন ইত্যাদি নয়, কেবল আত্মাই হল জ্ঞানগুণাধার।

পূর্বপক্ষী আপত্তি করে বলেন যে, আত্মাই যদি কেবলমাত্র জ্ঞানের আশ্রয় হয়, তাহলে নানা বিষয়জ্ঞানের উৎপত্তি ঘটবে। অর্থাৎ প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে আত্মার যুগপৎ সংযোগ থাকে, কারণ আত্মা বিভু দ্রব্য হওয়ার কারণে। ফলে যুগপৎ আত্মায় উৎপন্ন হয় এই সকল ইন্দ্রিয়জনিত জ্ঞান। ফলে এইরূপ আপত্তির সৃষ্টি হলে মহর্ষি গৌতম আপত্তি নিবারণের জন্য বলেন—

"ইন্দ্রিয়ৈর্ম্মনসঃ সন্নিকর্ষাভাবাৎ তদনুৎপত্তিঃ।"[7]

All rights reserved. © 2025-2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 3 Nov'25 - Jan'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

অর্থাৎ মনের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের অভাববশত সন্নিকর্ষের ফলে যুগপৎ নানা জ্ঞানের উৎপত্তি হওয়া সম্ভব নয়। আত্মা বিভু দ্রব্য হওয়ার কারণে মনের সঙ্গে এবং যুগপৎ একাধিক বাহ্যরিন্দ্রিয়ের সঙ্গে তার সংযোগ সম্ভব। কিন্তু একাধিক আন্তর বিষয়ের সঙ্গে যুগপৎ একাধিক বাহ্যরিন্দ্রীয়ের মনের সংযোগ সম্ভব নয়। যেহেতু মন অনুপরিমাণ। ফলে নানা বিষয় জ্ঞানের উৎপত্তি হতে পারে না আত্মাতে। পুনরায় পূর্বপক্ষ উপস্থাপন করে মহর্ষি গৌতম বলেন, যদি জ্ঞানের কোন বিনাশ কারণ না থাকে এবং তার স্থিতি হয়, তবে নিত্য বলে তাকে গণ্য করতে হয়। ভাষ্যকার বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বলেন,—

> **"দ্বিবিধো হি গুণনাশহেতুঃ, গুণানাশ্রয়াভাবো বিরোধী চ গুণঃ।**
> **নিত্যত্বাদাত্মনোহনুপপন্নঃ পূর্ব্বঃ, বিরোধী চ বুদ্ধের্গুণো ন গৃহ্যতে,**
> **তস্মাদাত্মগুণত্বে সতি বুদ্ধের্নিত্যত্বপ্রসঙ্গঃ।"**[৪]

অর্থাৎ বিনাশ বা গুণ নাশের কারণ দ্বিবিধ- যেমন— ১. গুণাশ্রয়ের অভাব ২. বিরোধী গুণ। বুদ্ধিকে আশ্রয় করে যে আত্মা সেই আত্মার কখনোই- অভাব সম্ভব নয়, কারণ সে নিত্য দ্রব্য। অন্যদিকে বুদ্ধির বিরোধী গুণ গ্রহণ করা হয় না। ফলে এই গুণ যেহেতু নিত্য আত্মার গুণ সেহেতু বুদ্ধিকেও নিত্য গুণ বলে আপত্তি সৃষ্টি হয়।

মহর্ষি গৌতম তাঁর ন্যায়সূত্রে আপত্তির উত্তরে বলেন— যেহেতু বুদ্ধির বিনাশ সর্বজনস্বীকৃত তাই বুদ্ধি বিনাশপ্রাপ্ত হয় তার পরবর্তী জ্ঞানের জন্য। যেমন— শব্দ তার পরবর্তী ক্ষণের শব্দকে সৃষ্টি করেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়ে যায়, ঠিক তেমনি জ্ঞান তার পরবর্তী ক্ষণের জ্ঞান উৎপন্ন করেই বিনাশ হয়ে যায়। ভাষ্যকার এই বিষয়ে বলেন, সকল ব্যক্তি তার নিজ আত্মাতে বুদ্ধি যে অনিত্যতা অনুভব করেন। কারণ প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজ নিজ জ্ঞানের উৎপত্তি ঘটাতে এবং জ্ঞান বিনাশ বিষয়ে সচেতন। যেমন—**'আমি এই বইটি বিষয়ে জানলাম'**–এই বাক্যটি অনুভব করার সাথে সাথেই তার অনুভব সৃষ্টি হয়। সুতরাং জ্ঞান হল অনিত্য। এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠতেই পারে যে জ্ঞান যেহেতু অনিত্য তাহলে বিনাশের কারণ কি! ভাষ্যকার উত্তরে বলেন বুদ্ধির যেমন উৎপত্তি হয় তেমনি বুদ্ধির বিনাশও হয়। এর ফলে নানা জ্ঞানের জন্ম হচ্ছে, এই বিষয়টি বোঝা যাচ্ছে যে, ধারাবাহিকভাবে যখন প্রথম জ্ঞানের উৎপত্তি ঘটছে তখন ঐ স্থলে দ্বিতীয়ক্ষণে প্রথমক্ষণে উৎপন্ন হওয়া তখন দ্বিতীয়ক্ষণে উৎপন্ন হওয়া জ্ঞানের বিরোধী গুণ এবং প্রথমক্ষণে উৎপন্ন হওয়া জ্ঞানের বিনাশের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এইভাবেই ভাষ্যকার জ্ঞানের অনিত্যতা বিষয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

ন্যায় মতে জ্ঞান হল অনিত্য। এখন প্রশ্ন হল যে, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে উৎপন্ন জ্ঞান যদি তার পরবর্তী ক্ষণে উৎপন্ন হওয়া জ্ঞানের বিনাশ হয়, তাহলে দ্বিতীয় ক্ষণে উৎপন্ন হওয়া জ্ঞানের বিরোধী গুণ হয়ে দাঁড়ায় প্রথম ক্ষণে উৎপন্ন হওয়া জ্ঞানটি এবং তৃতীয় ক্ষণে উৎপন্ন হওয়া জ্ঞানের বিরোধী গুণ হয়ে দাঁড়ায় দ্বিতীয় ক্ষণে উৎপন্ন জ্ঞানটি। যদি আবার উৎপন্ন জ্ঞান প্রতিক্ষণে তার পরোক্ষণে উৎপন্ন জ্ঞানের বিরোধী গুণ হয় তাহলে দুটি জ্ঞানের মধ্যে বিরোধীতা কোন জায়গায়? দুটি ভিন্ন ক্ষণে বা সময়ে উৎপন্ন হওয়া জ্ঞান তাদের বিষয়াংশ বিরোধী হতে পারে না একই ধারাবাহিক জ্ঞানের। কারণ আমরা জানি দুটি জ্ঞানই হল একই বিষয়ক। উক্ত স্থলে কেউ বলতে পারেন যে দুটি বিষয়াংশে দুটি ক্ষণে উৎপন্ন জ্ঞান অভিন্ন হলেও তারা কিন্তু ভিন্ন। তাই একটি হল অপরটির বিরোধী। কিন্তু সমস্যা হল যে ন্যায় মতে অনুমানলব্ধ, প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নয়। তাহলে কিভাবে ধারাবাহিক প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় হবে? তাই দুটি ক্ষণে উৎপন্ন জ্ঞান ধারাবাহিক প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাদের কালাংশে বিরোধী হতে পারে না। অতএব, একটি জ্ঞান তার পরবর্তী ক্ষণে উৎপন্ন হওয়া জ্ঞানের বিরোধী গুণ হতে পারে না এবং বিনাশও হতে পারে না তার পরবর্তী ক্ষণে উৎপন্ন জ্ঞানের জন্য।

ন্যায়মতে জীবাত্মার জ্ঞান দ্বিক্ষণস্থায়ী এবং অনিত্য জীবাত্মার জ্ঞান প্রথম ক্ষণে উৎপন্ন হয়ে দ্বিতীয়ক্ষণে জ্ঞান উৎপন্ন করে তা তৃতীয় ক্ষণে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। এখন প্রশ্ন হল যে, প্রথম ক্ষণে উৎপন্ন অনুভবটি বিনাশ হওয়ার আগেই কি উৎপন্ন করে? ন্যায়মত অনুসরণ করে বলা যায় যে, অনুভবটি ধ্বংস হওয়ার পূর্বে ভাবনা নামক একটি সংস্কার উৎপন্ন করে, যা স্মৃতি জ্ঞানের হেতু। স্মৃতি জ্ঞানের হেতু ভাবনা নামক সংস্কার হল ধারাবাহিক প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দ্বিতীয়ক্ষণে উৎপন্ন বিষয়টি। প্রশ্ন হল যে, অন্তিম ক্ষণে অথবা তৃতীয়ক্ষণে উৎপন্ন হওয়া জ্ঞানটি তাহলে স্মৃতিই হবে, **'অনুভবের দ্বারা প্রথম যে সংস্কার উৎপন্ন হয়, ঐ সংস্কারের দ্বারা স্মৃতি উৎপন্ন হলে পর ঐ স্মৃতিই সংস্কারকে বিনষ্ট করে।'** এইভাবে দেখানো হয় যে, যে গুলির উত্তর আমাদের কাছে স্পষ্ট নয় সেগুলি হলো ন্যায়মতে জীবাত্মার জ্ঞানের অনিত্যতা প্রতিপাদক যুক্তিগুলি। তাই একমাত্র পথ হয়ে দাঁড়ায় যে জ্ঞানের নিত্যতা স্বীকার করা, যা অদ্বৈত বেদান্তিক সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে অন্যতম।

অদ্বৈত বেদান্তদর্শনে ব্রহ্মের স্বরূপ বা জ্ঞান আত্মার এবং ব্রহ্ম ও জীব হল অভিন্ন, অর্থাৎ জীব হল ব্রহ্মস্বরূপ (**'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ'**)। সুতরাং জীবাত্মাও জ্ঞানস্বরূপ। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব তাঁর স্বরচিত ব্রহ্মসূত্রে, এবং ভগবান শঙ্করাচার্য্য উক্ত সূত্রের ভাষ্যে বিভিন্ন বিরোধী মতবাদ খণ্ডনের মাধ্যমে জীবের জ্ঞানস্বরূপতা প্রতিপাদন করেছেন। পূর্বপক্ষ হিসাবে ভগবান শঙ্করাচার্য্য উক্তস্থলে তাঁর ব্রহ্মসূত্র নামক ভাষ্যে ন্যায়বৈশেষিকাদি দর্শনের উল্লেখ করেছেন। পূর্বপক্ষ উপস্থাপনায় শংকরাচার্য্য তাঁর ব্রহ্মসূত্র নামক ভাষ্যে বলেন, আগন্তুক ধর্ম হল যেহেতু চৈতন্য গুণটির সেই হেতু তা আত্মমনঃ সংযোগের দ্বারা উৎপন্ন হয়। আত্মা যদি নিত্য জ্ঞানবান হতেন তাহলে গ্রহাবিষ্ট ব্যক্তির জ্ঞান হত এবং সুষুপ্ত, মুর্চ্ছিত হত। প্রকৃত স্থলে কিন্তু তা হয় না। কারণ তাকে জিজ্ঞাসা করলে সে এইরূপ অভিব্যক্ত করে – **'আমি কিছু জানিনা।'** এবং সে আবার স্বাভাবিক হলে আবার জ্ঞানরূপে বিরাজ করে। যেহেতু সে কদাচিৎ জ্ঞানবানরূপে বিরাজ করে সেই হেতু তার

All rights reserved. © 2025-2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 3 Nov'25 - Jan'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

আগন্তুক গুণ হল চৈতন্য গুণটি। অর্থাৎ জীব নয় নিত্য জ্ঞানস্বরূপ, এরূপ মহর্ষি বাদরায়ণ পূর্বপক্ষের উত্তরে বলেন— **'জ্ঞোঽতএব'**[9] - অর্থাৎ জীব হলেন **'জ্ঞঃ'** অর্থাৎ স্বয়ং জ্যোতিস্বরূপ যেহেতু তার উৎপত্তি সম্ভব নয়। আত্মার জ্ঞানস্বরূপতা প্রতিপাদিত হয়েছে উপনিষদীয় বাক্যে। যেমন— **"আত্মা এব অস্য জ্যোতি"**[10], **"কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘনঃ এব"**[11] ইত্যাদি। অতএব, জীব স্বয়ং জ্যোতিস্বরূপই হবেন, যেহতু জীব হল ব্রহ্ম ভিন্ন।

উক্ত সূত্রের ভাষ্যরচনা করতে গিয়ে ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলেন— **"....জ্ঞঃ নিত্য চৈতন্যঃ অয়ম্ আত্মা, 'অতএব' যস্মাদেব ন উৎপদ্যতে। পরম এব ব্রহ্ম অবিকৃতম্ উপাধি সম্পার্কাৎ জীব ভাবেন অবতিষ্ঠতে।"** অর্থাৎ জীব হলেন 'জ্ঞ' বা নিত্য চৈতন্যস্বরূপ। কেননা জীবরূপে পরব্রহ্মই উপাধি সম্পর্কিত হয়ে প্রতিভাত হন। ব্রহ্ম যেহেতু জ্ঞানস্বরূপ তাই ব্রহ্ম বিভিন্ন উপনিষদ্ বাক্য দ্বারা প্রতিপাদিত হন। যেমন— **"বিজ্ঞানম্ আনন্দং ব্রহ্ম"**[12], **"সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম"**[13] ইত্যাদি। এবং ব্রহ্ম ও জীবের ঐক্য সিদ্ধান্তী **"তত্ত্বমসি"**[14] ইত্যাদি উপনিষদ বাক্য। অতএব, অদ্বৈত বৈদান্তিক সিদ্ধান্ত হল জীব ও নিত্য জ্ঞানস্বরূপ পরমব্রহ্মের ন্যায়। প্রশ্ন হতে পারে যে, ব্যক্তিভেদে তাহলে এত অজ্ঞাতের ভাব কেন যদি জীব নিত্য জ্ঞানস্বরূপ হন। **'আমি অমুক জিনিসটা জানিনা'**- এইরূপ আমাদের কেনই বা মনে হয়। আবার ব্যক্তিভেদে জ্ঞানের এত বৈচিত্র্যই বা কেন এর উত্তরে অদ্বৈত বৈদান্তিক অভিমত অনুসারে বলা যায় যে, **'জীব জ্ঞানস্বরূপ'**- এই বক্তব্যে সেই জ্ঞান বোধিত হয়েছে এবং **'আমার ঘট জ্ঞান আছে'**- এই বক্তব্যে বোঝা যায় যে জ্ঞান বোধিত হয়েছে সেইগুলি একই বা অভিন্ন নয়। বলা হয় যখন জীব জ্ঞানস্বরূপ তখন তার দ্বারা যে জ্ঞান বোধিত হয় তা কোন জ্ঞান প্রক্রিয়া নয়, অতএব, একে জ্ঞানতত্ত্ব বলা যেতে পারে। শঙ্কর দর্শনে, জ্ঞান প্রক্রিয়া বৃত্তিজ্ঞান নামে পরিচিত। পটজ্ঞান, ঘটজ্ঞান প্রভৃতি হল বৃত্তিজ্ঞান। বৃত্তি জ্ঞান বোঝায় ব্যবহারিক জীবের ব্যবহারিক জ্ঞান। ব্যবহারিক জীবের ব্যবহারি জ্ঞান কেন ব্যক্তিভেদে অজ্ঞতার ভাব এবং কেনই বা বৈচিত্র্যপূর্ণ হয় তা বোঝার জন্য বৃত্তিজ্ঞানের উৎপত্তি সম্পর্কে জানা প্রয়োজন।

'বেদান্ত পরিভাষা' গ্রন্থে প্রথমে জীবের লক্ষণে বলা হয়েছে—**"তত্র জীবো নাম অন্তঃকরণাবচ্ছিন্নং চৈতন্যং তৎসাক্ষী তু অন্তঃকরণোপহিতং চৈতন্যম্।"**[15] অর্থাৎ জীবসাক্ষী হল অন্তঃকরণ উপস্থিত চৈতন্য এবং জীব হল অন্তঃকরণ অবচ্ছিন্ন চৈতন্য। এই জীবের যখন ইন্দ্রিয় বিষয় সন্নিকৃষ্ট হয় তখন ইন্দ্রিয় পথে অন্তঃকরণ বহির্গত হয়ে যে বিষয়াকার ধারণ করে তাকে অন্তঃকরণ বৃত্তি বলা হয় এবং তখন সাক্ষী চৈতন্য ভাষ্য হয়ে বৃত্তিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই অন্তঃকরণ বৃত্তি হল ব্যবহারিক জীবের বৃত্তিজ্ঞানের বৈচিত্র্যের মূল। অন্তঃকরণবৃত্তি যে বিষয়ে উৎপন্ন হয়নি সেই বিষয়ে বৃত্তিজ্ঞান উৎপন্ন হবে না। ফলে অজ্ঞতার ভাব দেখা দেবে সেই বিষয়ে।

পরিশেষে এই বিষয়টি দেখা প্রয়োজন যে, নৈয়ায়িকগণ ব্যবহারিক জ্ঞানের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন জ্ঞানের অনিত্যতা প্রতিপাদক যুক্তির ক্ষেত্রে। ধারাবাহিক জ্ঞানের ব্যাখ্যায় **'বেদান্ত পরিভাষা'** গ্রন্থে বলা হয়েছে। **"....ধারাবাহিক বুদ্ধিস্থলে ন জ্ঞানভেদঃ, কিন্তু যাবদ্ ঘটস্ফুরণম্, তাবদ্ ঘটাকারান্তঃকরণবৃত্তিরেকৈব, ন তু নানা, বৃত্তেঃ স্ববিরোধী বৃত্ত্যুৎপত্তি-পর্যন্তং স্থায়িত্বাভ্যুপগমাৎ তথা চ তত্র তৎপ্রতিফলিত চৈতন্য-রূপং-ঘটাদি-জ্ঞানমপি তত্র তাবৎ-কালীনমেকমেব..."**[16] অদ্বৈত বেদান্ত মতে প্রতিক্ষণে নানা প্রকার জ্ঞানের ভেদ হয় না ধারাবাহিক জ্ঞান স্থলের ক্ষেত্রে। অর্থাৎ প্রতিক্ষণে নানা প্রকার অন্তঃকরণ বৃত্তির স্থিতি, উৎপত্তি ও বিনাশ হচ্ছে না। ঘট যখন আমার কাছে প্রকাশিত হচ্ছে তখন আমার যে ঘটাকাররূপ অন্তঃকরণবৃত্তি উৎপন্ন হচ্ছে তা ততক্ষণ পর্যন্ত না কোন বিরোধী অন্তঃকরণবৃত্তি উৎপন্ন হচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত স্থিতি লাভ করে। অর্থাৎ একই জ্ঞান উৎপন্ন হয় একই অন্তঃবৃত্তির জন্য ধারাবাহিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে, প্রতিক্ষণে নানা প্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। জ্ঞানকে নিত্য বললে এং জীব নিত্যজ্ঞানস্বরূপ হলে ধারাবাহিক প্রত্যক্ষজ্ঞানে কোন সমস্যা হয় না, এই ভাবেই প্রতিপাদিত হয়।

উপসংহার

এই বিষয়টি থেকে বোঝা গেল জ্ঞানকে ন্যায়দর্শন আত্মগুণ বা **'জ্ঞান'** হিসাবে দেখে। এবং জ্ঞানকে অদ্বৈতবেদান্ত আত্মস্বরূপ বা **'আত্মা'** হিসাবেই দেখে, যেখানে আত্মারই অবিচ্ছেদ্য, শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ বৈশিষ্ট্য হল জ্ঞান। যা **'অস্তি-ভাতি-প্রিয়ম্ (সত্য-চৈতন্য-আনন্দ)'**-এর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। জ্ঞান হল ন্যায় মতে একটি গুণ, যা আরোপিত হয় আত্মার উপর। যেমন—একটি টেবিলের ওপর একটি বই রাখা হয়েছে। জ্ঞান হল একটি পরিবর্তনশীল ন্যায়মতে এবং জ্ঞান আত্মাকে কেন্দ্র করে ঘটে ন্যায়মতে, জ্ঞান থেকে আত্মাকে আলাদা একটি সত্তা হিসাবে দেখা হয়। অদ্বৈতবেদান্ত মতে আত্মার স্বরূপ হিসাবে জ্ঞানকে বিবেচনা করেন। ব্রহ্মের অভেদ বা একত্বে বিশ্বাসী এবং আত্মা এই দর্শনে জ্ঞান হল অপরিবর্তনীয়, আত্মার শুদ্ধ এবং চিরকালীন চৈতন্যস্বরূপ ধর্ম।

এখানে অদ্বৈতবেদান্তের মতে জ্ঞান এবং আত্মা-এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। জ্ঞানই হল আত্মার পরিচয়। যেমনভাবে সমুদ্রের জলই হল সমুদ্রের ধর্ম। একটি গুণ হিসেবে জ্ঞানকে না দেখে অদ্বৈত বেদান্তমতে জ্ঞানকে আত্মস্বরূপ একটি অবিচ্ছেদ অংশ হিসেবে দেখা হয়। ন্যায়দর্শনে একটি প্রক্রিয়া হিসাবে জ্ঞানকে দেখা হয়, যা আত্মাকে বিষয় করে। অন্যদিকে অদ্বৈতবেদান্ত মতে আত্মাই অদ্বিতীয় এবং একমাত্র সত্য, তাই কোনো কিছুর উপর জ্ঞান নির্ভর করে না, বরং আত্মা নিজের স্বরূপত জ্ঞান ও অখণ্ড।

ন্যায়মতে জ্ঞান হল কোনো বস্তুকে জানার একটি প্রক্রিয়া, যেখানে বস্তুটি হল জ্ঞেয় এবং আত্মা হয় জ্ঞাতা। অদ্বৈতবেদান্ত অনুযায়ী আত্মা বা ব্রহ্ম ভিন্ন কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। তাই, জ্ঞান কোনো ভিন্ন বস্তুকে জানার প্রক্রিয়া নয়, বরং এটি হল আত্মার নিজেরই প্রকাশ।

All rights reserved. © 2025-2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 3 Nov'25 - Jan'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

তথ্যসূত্র

1) ন্যায়সূত্র, ১/১/১৫।
2) ন্যায়সূত্র, ১/১/১০।
3) ন্যায়দর্শন, শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, পৃষ্ঠা-০৭।
4) ন্যায়সূত্র-৩/২/১৮।
5) ন্যায়সূত্র-৩/২/১৯।
6) শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, ন্যায়দর্শন, পৃষ্ঠা-২৩৩।
7) ন্যায়সূত্র-৩/২/২১।
8) ফণীভূষণ তর্কবাগীশ, ন্যায়দর্শন পৃষ্ঠা-২৪১।
9) ব্রহ্মসূত্র, ২/৩/১৮।
10) বৃঃ- ৪/৩/৬।
11) বৃঃ- ৪/৫/১৩।
12) বৃঃ- ৩/৯/২৮।
13) তৈঃ- ২/১
14) ছান্দোঃ- ৬/৮/৭।
15) বেদান্ত পরিভাষা, পৃষ্ঠা- ৭৬-৭৭।
16) বেদান্ত পরিভাষা, পৃষ্ঠা- ১১-১২।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, (১৯৫৬), ন্যায়দর্শন (প্রথমখণ্ড), ব্যানার্জী পাবলিশার্স, ৫/১ এ কলেজ রোঃ, কলিকাতা–৯।

তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, (১৯৮৬), ন্যায়পরিচয় (দ্বিতীয় সংস্করণ), জাতীয় শিক্ষাপরিষৎ।

কর ন্যায়াচার্য, শ্রীগঙ্গাধর, (২০০৮), তর্কভাষা (প্রথমখণ্ড), যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী, কলকাতা–৭০০০৩২।

তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, (১৯৬১), ন্যায়দর্শন (তৃতীয়খণ্ড), ব্যানার্জী পাবলিশার্স, ৫/১ এ কলেজ রোঃ, কলিকাতা–৯।

কর ন্যায়াচার্য, শ্রীগঙ্গাধর, (২০২০), তর্কভাষা (দ্বিতীয় খণ্ড), মহাবোধী বুক এজেন্সি।

গোস্বামী, শ্রীনারায়ণচন্দ্র, (১৯৮৩), তর্কসংগ্রহ, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ৩৮ নং বিধানসরণী, কলিকাতা।

চক্রবর্তী, ডঃ নীরদবচন, (১৯৯৭), ভারতীয় দর্শন, দি ঢাকা স্টুডেন্টস লাইব্রেরী।

অন্নম্ভট্টোপাধ্যায়, শ্রীমদ, (১৯৩২), তর্কসংগ্রহ, ৬ নং পার্শিবাগান লেন, কলিকাতা।

All rights reserved. © 2025-2026